Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 01-06-2026 17:24 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

১৭ জ্যৈষ্ঠ ।। ১৪৩৩।। সোমবার ১ জুন ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩৫৮ সংখ্যা ।। ৪ পাতা

মন কি বাতে 'ম্যাঙ্গো চর্চা', বঙ্গের হিমসাগর ও আম চাষিদের প্রশংসায় প্রধানমন্ত্রী মোদি

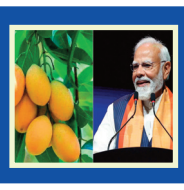

সংগঠনের কাজেও গুরুত্ব দিতে হবে বিধায়কদের, নজরদারিতে জেলায় জেলায় বিজেপির কোর কমিটি

আমরাও ভারতের জমি দখল করেছি', সংসদে বিস্ফোরক দাবি নেপালের প্রধানমন্ত্রী বলেন্দ্রর

পুরুষ লক্ষ্মীর খোঁজে নবান্ন

নয়া জামানা ঃ একাধিক পুরুষের অ্যাকাউন্টে ঢুকছিল পূর্বতন সরকারের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা। অন্নপূর্ণা যোজনা চালু করতে গিয়ে এমনই চমকপ্রদ তথ্য পায় শুভেন্দু অধিকারীর প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা। ইতিমধ্যে গ্রেপ্তারও হয়েছেন বেশ কয়েকজন। এবার সেসব পুরুষ লক্ষ্মীদের খোঁজে আরও কড়া নবান্ন। সিট গঠন করে তদন্তের নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

বহিষ্কৃত ঋতব্রত-সন্দীপন

নয়া জামানা ঃ তৃণমূলের সই জাল কাণ্ডে উলুবেড়িয়া পূর্বের বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও এন্টালির বিধায়ক সন্দীপন সাহাকে দল বিরোধী কাজের অভিযোগে বহিষ্কার করল তৃণমূল। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই দুই বিধায়কের নাম উল্লেখ করার পরেই বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। স্পিকারকে চিঠি দেওয়ার পাশাপাশি ইমেল ও হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে দুই বিধায়ককে বহিষ্কারের বিষয়টি জানানো হয়েছে।

ফ্রি বাস যাচাই

নয়া জামানা ঃ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পয়লা জুন থেকে গোটা রাজ্যে সরকারি বাসে মহিলাদের বিনামূল্যে যাতায়াতের সুবিধা চালু হয়েছে। নির্দেশিকা সঠিকভাবে মানা হচ্ছে কিনা যাচাই করতে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল নিজেই সরকারি বাসে চাপেন। গড়িয়াহাট থেকে রুবি পর্যন্ত যাত্রা করে টিকিট কেটে বাস্তব পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখলেন তিনি।

মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ

লোকভবনে ৩৫ মন্ত্রীর শপথ

নয়া জামানা ঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে সোমবার বেলা ১১টায় পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা নিয়ে পথ চলা শুরু করল পশ্চিমবঙ্গের নতুন বিজেপি সরকার। কলকাতার লোকভবনে জমকালো অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল আর এন রবির উপস্থিতিতে ৩৫ জন নতুন মন্ত্রী শপথগ্রহণ করলেন। অনুষ্ঠানের সূচনায় বন্দেমাতরম ও জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হয়। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর এই পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠনকে রাজ্য রাজনীতির ইতিহাসে এক তাৎপর্যপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে দেখছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।নতুন মন্ত্রিসভায় পূর্ণমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন ১৩ জন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হলেন উত্তরবঙ্গের শংকর ঘোষ, কোচবিহারের দীপক বর্মন, তাপস রায়, অর্জুন সিং এবং বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী স্বপন দাশগুপ্ত। এছাড়া পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন শারদ্বত মুখোপাধ্যায়, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, গৌরীশংকর ঘোষ, মনোজ কুমার ওরাওঁ, অরূপকুমার দাস, অজয়কুমার পোদ্দার, কল্যাণ চক্রবর্তী এবং দুধকুমার মণ্ডল। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, পূর্ণমন্ত্রীদের তালিকায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের ভৌগোলিক ও সামাজিক সমীকরণ সুচারুভাবে বজায় রাখা হয়েছে।স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন চিকিৎসক ইন্দ্রনীল খাঁ, জঙ্গলমহলের রাজেশ মাহাতো এবং উত্তরবঙ্গের মালতী রাভা রায়। এই নিয়োগে মন্ত্রিসভায় তারুণ্য ও আঞ্চলিক নেতৃত্বের ভারসাম্য তৈরি হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন প্রাক্তন ক্রীড়াবিদ অশোক দিন্দা, জোয়েল মুর্মু, হরেকৃষ্ণ বেরা, চাঁদ বাউরি, বিশাল লামা, মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র, পূর্ণিমা চক্রবর্তী, অমিয়া কিস্কু, কলিতা মাজি, গার্গী দাস ঘোষ-সহ মোট ১৬ জন।এদিনের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শমীক ভট্টাচার্য, সুকান্ত মজুমদার ও রাহুল সিনহার মতো বিজেপির প্রথম সারির নেতারা। শপথ নেওয়ার পর একাধিক মন্ত্রী জানান, রাজ্যের থমকে থাকা উন্নয়নমূলক কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও সুশাসন প্রতিষ্ঠাই তাঁদের মূল লক্ষ্য। এবার দফতর বণ্টনের পর নতুন মন্ত্রিসভা কীভাবে রাজ্যের প্রশাসনিক রূপরেখা নির্ধারণ করে, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে বাংলার মানুষ।

আজ থেকেই সরকারি বাসে বিনামূল্যে যাত্রা-খুশিতে ভাসছেন রাজ্যের মহিলারা

নয়া জামানা ঃ আজ পয়লা জুন, রাজ্যের মহিলাদের জন্য এক স্মরণীয় দিন।

আজ থেকে সরকারি বাসে মহিলাদের বিনামূল্যে যাতায়াত পরিষেবা আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হল। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণের এই দিনে কলকাতা থেকে কোচবিহার, দুর্গাপুর থেকে মালদা ; রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের বাস টার্মিনালগুলিতে মহিলা যাত্রীদের উৎসাহ ও উচ্ছ্বাস স্পষ্ট।সচিত্র পরিচয়পত্র দেখালেই এনবিএসটিসি ও এসবিএসটিসি-র সমস্ত রুটে, এমনকী এসি বাসেও মহিলারা বিনামূল্যে যাতায়াত করতে পারবেন। যাতায়াতের হিসাব রাখতে কন্ডাক্টররা 'জিরো ব্যালান্স' টিকিট দিচ্ছেন। আগামী দিনে মহিলাদের জন্য 'পিঙ্ক কার্ড' ও অনলাইন বুকিং চালুর কথাও জানানো হয়েছে।মালদার চাঁচল বাস ডিপোতে বিজেপি কর্মীরা মহিলা যাত্রীদের গোলাপ ও পদ্মফুল দিয়ে স্বাগত জানান। কলেজছাত্রী ঐশী দাস বলেন, প্রতিদিনের যাতায়াতে অনেক টাকা খরচ হত, এবার সেই বোঝা কমবে। আরেক যাত্রী সোমা বসাক বলেন, অন্য রাজ্যে এই সুবিধার কথা শুনেছিলেন, নিজের রাজ্যে পাবেন ভাবেননি।উল্লেখ্য, বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

গত ১১ মে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ১ জুন থেকে পরিষেবা চালুর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেন। সরকার গঠনের মাত্র দু'মাসের মধ্যে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখছেন সাধারণ মানুষ।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 01-06-2026 17:24 Page 2

এই গ্রামের অলিগলিতেই ঘোরেন লেনিন-মার্ক্স !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ অনেকে বলেন বার্লিন প্রাচীরের পতনের সাথে সাথেই নাকি দুনিয়া থেকে সাম্যবাদ বা কমিউনিজমের অবসান ঘটেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের পর ইতিহাসবিদেরাও অনেকে এই তত্ত্বের ওপর সিলমোহর দিয়েছিলেন। কিন্তু তামিলনাড়ুর মাদুরাই জেলার পেরাইয়ুর তালুকের একটি ছোট্ট গ্রাম 'ভান্নিভেলামপাত্তি' বিগত অর্ধশতাব্দী ধরে এই দাবিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আসছে। এখানে কমিউনিজম কোনও বইয়ের পাতা বা তাত্ত্বিক আলোচনা নয়, বরং মানুষের যাপিত জীবন ও আত্মমর্যাদার এক জীবন্ত দলিল। গ্রামের মানুষ কেবল মুখে সাম্যবাদের কথা বলেন না, গত ৫০ বছর ধরে তাঁরা তাঁদের দৈনন্দিন জীবনে এবং সন্তানদের নামের অক্ষরে অক্ষরে বাঁচিয়ে রেখেছেন সেই বিপ্লবের আগুন।ভান্নিভেলামপাত্তি গ্রামে গিয়ে যদি আপনি যেকোনও ১০ জন বাসিন্দার নাম জিজ্ঞেস করেন, তবে অবাক হয়ে দেখবেন তাদের মধ্যে অন্তত ৮ জনের নাম রাখা হয়েছে কোনও না কোনও বিশ্বখ্যাত কমিউনিস্ট নেতার নামে। গ্রামে পা রাখলেই কান পাতলে শোনা যায় কার্ল মার্ক্স, ভ্লাদিমির লেনিন, জোসেফ স্টালিন, ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস কিংবা ফিদেল কাস্ত্রোর মতো ডাক। এমনকি

যাদের কাগজে-কলমে এমন নাম নেই, পাড়ার আড্ডায় বা বন্ধুদের দেওয়া তাদের ডাকনামেও জড়িয়ে থাকে লেনিন বা মার্ক্সের ছোঁয়া। এটি কোনও সাময়িক ট্রেন্ড বা ফ্যাশন নয়, বরং এর পেছনে লুকিয়ে রয়েছে এক দীর্ঘ সামাজিক রূপান্তর ও শোষণের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়ানোর ইতিহাস।গ্রামের প্রবীণ বাসিন্দা তথা সিপিআই(এম) নেতা ভি মুরুগান, যাঁকে সবাই ভালোবেসে 'স্টালিন' বলে ডাকেন, তিনি জানালেন সেই লড়াইয়ের দিনগুলোর কথা। ১৯৬০-এর দশক পর্যন্ত এই গ্রামের অবদমিত মানুষগুলো তাঁদের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন না। যুগের পর যুগ ধরে তাঁরা উচ্চবর্ণের ভূস্বামীদের জমিতে খেতমজুর হিসেবে প্রায় ক্রীতদাসের মতো খাটতেন। ১৯৫২ সালে এই গ্রামেরই এক লড়াকু যুবক ভেম্বুলু কাজের খোঁজে তাঞ্জাভুরে যান এবং সেখানেই তিনি প্রথম সাম্যবাদী ভাবধারার সংস্পর্শে আসেন। তিন বছর পর গ্রামে ফিরে তিনি তাঁর বন্ধুদের সংগঠিত করেন এবং কমিউনিস্ট পার্টির একটি বড় কৃষক সম্মেলনে যোগ দেন। সেই সম্মেলনই গ্রামের মেহনতি মানুষের ভেতরের চেতনাকে প্রথম জাগিয়ে তুলেছিল।কমিউনিস্ট নেতাদের ধারাবাহিক সান্নিধ্য ও নিয়মিত রাজনৈতিক সভার মাধ্যমে ধীরে ধীরে পুরো গ্রামের ভোল বদলে যায়। তাঁরা গ্রামবাসীদের আইনি উপায়ে এবং শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে পথ দেখান। মুরুগানের ভাষায়, আজ এই গ্রামের অতি দরিদ্র পরিবারগুলোও নিজস্ব জমির মালিক;যা একসময় অলীক স্বপ্ন বলে মনে হতো। এই মুক্তির আনন্দ থেকেই ১৯৬০-এর দশক থেকে গ্রামবাসীরা ভালোবেসে ও শ্রদ্ধায় তাঁদের সন্তানদের নাম কমিউনিস্ট নেতাদের নামে রাখতে শুরু করেন, যা আজো সমানভাবে চলছে।এই নাম রাখার চল কেবল কোনও অন্ধ আবেগ নয়, বরং সচেতনভাবে লড়াইয়ের উত্তরাধিকারকে পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দেওয়ার এক অনন্য প্রয়াস। ২৬ বছর বয়সী মা কে নাগাজ্যোতি যেমন সগর্বে জানান যে তাঁর দুই মেয়ের নাম তিনি রেখেছেন 'মার্ক্সিয়া' ও 'লেনিনা'। তিনি চান তাঁর কন্যারা যেন এই বিশ্বনেতাদের মতোই সাহস ও নিষ্ঠা নিয়ে সমাজের মানুষের জন্য কাজ করতে পারে।তামিলনাড়ুর এই প্রত্যন্ত গ্রামের অনুন্নত পরিকাঠামো যেখানে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা বা এটিএম হয়তো এখনো পৌঁছায়নি,

গ্রামের যুবসমাজ এখন 'পাঠচক্র' বা রিডিং ক্লাবের মাধ্যমে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মার্ক্সীয় সাহিত্য ও ইতিহাস পড়তে উৎসাহিত করছে, যাতে তারা পূর্বপুরুষদের কঠিন সংগ্রাম এবং আত্মমর্যাদা ফিরে পাওয়ার গল্প ভুলে না যায়। ভান্নিভেলামপাত্তি আজো প্রমাণ করে চলেছে, আদর্শ যদি মানুষের অধিকারের সাথে মিশে যায়, তবে কোনো প্রাচীর ভেঙেই তাকে দুনিয়া থেকে মুছে ফেলা যায় না।

ওষুধ দিয়ে শরীরী খেলায় মেতে উঠতেন ডাক্তার !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ব্রিটেনে চিকিৎসাক্ষেত্রে এক চরম নৈতিক অবক্ষয় ও পেশাগত অসদাচরণের চাঞ্চল্যকর ঘটনা সামনে এসেছে। এক মহিলা রোগীকে অনৈতিকভাবে নেশাজাতীয় ওষুধ প্রেসক্রাইব করা এবং তাঁর সঙ্গে যৌন সম্পর্কে জড়ানোর অপরাধে কার্ডিফের 'ইউনিভার্সিটি হসপিটাল অব ওয়েলস'-এর কনসালট্যান্ট নিউরোসার্জন ডক্টর চিরাগ প্যাটেলকে আট মাসের জন্য বরখাস্ত করা হয়েছে। ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি হাসপাতালের রেকর্ড বুকে কোনও উল্লেখ না করেই ওই রোগীকে মারাত্মক আসক্তিকর পেইনকিলার বা ব্যথানাশক ওষুধ লিখে দিতেন।যুক্তরাজ্যের মেডিকেল ট্রাইব্যুনালের সামনে এই পুরো ঘটনার যে বিবরণ উঠে এসেছে, তা যেকোনও সিনেমার গল্পকেও হার মানায়। জানা গেছে, ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ওই মহিলার মেরুদণ্ডের হাড়ের ক্ষয়জনিত সমস্যার কারণে তিন-তিনবার অস্ত্রোপচার করেছিলেন ডক্টর চিরাগ। ওয়েলসে ওই মহিলার বিশেষ শারীরিক জটিলতার চিকিৎসা করার মতো একমাত্র যোগ্য সার্জন ছিলেন তিনিই। কিন্তু বিপত্তি ঘটে দ্বিতীয় অস্ত্রোপচারের পর। চিকিৎসার খাতিরে রোগীকে নিজের ফোন নম্বর দিয়েছিলেন চিরাগ, যাতে প্রয়োজনে

যোগাযোগ করা যায়। কিন্তু সেই পেশাগত যোগাযোগই একসময় ব্যক্তিগত সম্পর্কে রূপ নেয় এবং পরবর্তী ছয় মাস তাঁদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক বজায় থাকে। এমনকি ওই চিকিৎসক রোগীকে নিজের আপত্তিকর ছবিও পাঠিয়েছিলেন বলে প্রমাণ মিলেছে।পরবর্তী সময়ে তাঁদের সম্পর্ক খারাপ হতে শুরু করলে পরিস্থিতি একদম বদলে যায়। ট্রাইব্যুনালের কাছে ডক্টর চিরাগের দাবি, ওই মহিলা তাঁদের সম্পর্কের কথা সবার সামনে ফাঁস করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে তাঁকে ব্ল্যাকমেইল করতে শুরু করেন। সাধের চাকরি আর সামাজিক সম্মান হারানোর ভয়েই তিনি বাধ্য হয়ে ওই রোগীকে মরফিন সালফেট এবং ডায়াজিপামের মতো কড়া ও নিয়ন্ত্রিত ওষুধ লিখে দিতে থাকেন। ২০২২ সালের মে থেকে ২০২৩ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত হাসপাতালের অফিশিয়াল রেকর্ড সম্পূর্ণ এড়িয়ে এই প্রেসক্রিপশনগুলি করা হয়েছিল। ডক্টর চিরাগ নিজের ভুল স্বীকার করে অনুতাপ প্রকাশ করলেও, ব্ল্যাকমেইলের তত্ত্ব খাড়া করে পুরো দায় রোগীর ওপর চাপানোর চেষ্টা করেছেন।তবে শেষরক্ষা হয়নি। ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে সম্পর্ক পুরোপুরি ভেঙে যাওয়ার পর ওই মহিলা পুলিশের দ্বারস্থ হন। পুলিশ সরাসরি মামলা দায়ের না করলেও হাসপাতালের মেডিকেল ডিরেক্টরকে বিষয়টি জানায়।

বান্ধবীর চুলে টাক ঢেকে 'বাজিমাত'

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ মাথায় চুল না থাকলে মুখের আদলটাই বদলে যায়। মানুষ চিনে উঠতে পারলেও প্রযুক্তির অত ক্ষমতা নেই। আর তাই তেলেঙ্গানার এক শ্রমিকের মুখ কিছুতেই ফেসিয়াল রিকগনিশন অ্যাপ চিনতে পারছিল না। কিন্তু তৎক্ষণাৎ দুরন্ত আইডিয়া জেগে উঠল তাঁর মনে। পাশে থাকা মহিলা সহকর্মীর চুল দিয়েই ঢেকে ফেললেন কামানো মাথা।জানা যাচ্ছে, মাহবুবাবাদ জেলায় সম্প্রতি একশো দিনের কাজের ক্ষেত্রে ফেসিয়াল রিকগনিশন অ্যাপের ব্যবহার কার্যকর করা হয়েছে। অর্থাৎ কোনও শ্রমিক হাজিরা দেওয়ার সময় তাঁকে ওই অ্যাপে মুখ দেখিয়ে নিজেকে চেনাতে হবে। কিন্তু শ্রীনিবাস নামের ওই শ্রমিক ভাবতেও পারেননি চুল কেটে নেড়া হওয়ায় তাঁকে কী আতান্তরে পড়তে হবে! আসলে মন্দিরে গিয়ে নিজের চুল উৎসর্গ করেছিলেন তিনি। আর তারপর এসেছিলেন কাজে। কিন্তু প্রযুক্তির 'চোখে' হয়ে উঠলেন অচেনা। যতবারই সুপারভাইজার তাঁর অ্যাটেন্ডেন্স নিতে যাচ্ছেন, অ্যাপ অস্বীকার করতে লাগল! স্বাভাবিক ভাবেই এমন এক পরিস্থিতিতে কেবল শ্রীনিবাসই নন, সুপারভাইজারও গলদঘর্ম হয়ে উঠছিলেন।শেষে মুশকিল আসান হয়ে উঠলেন শ্রীনিবাসেরই এক সহকর্মী মহিলা। তিনি এগিয়ে এলেন। আর তাঁর চুল এমনভাবে মেলে ধরলেন শ্রীনিবাসের মাথায়, যেন তা শ্রীনিবাসেরই চুল! আর এবার দেখা গেল, অ্যাপটি চিনতে পেরে গিয়েছে তাঁকে! ফলে উপস্থিতিতে 'টিক' দিতে সে রাজি! দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায় শ্রীনিবাসের এই 'কাণ্ড'। অনেকেই মজা পেয়েছেন। আবার সম্ভাব্য ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো সামনে চলে এসেছে এই ঘটনায়। এই ধরনের অ্যাপের কার্যকারিতা তাহলে কতটা, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 01-06-2026 17:24 Page 3

অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ফর্ম বিতরণ,

মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে উপচে পড়া ভিড়

নয়া জামানা,জলপাইগুড়ি ঃ মাথাভাঙ্গা শহরে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হল বহুল আলোচিত অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পের ফর্ম বিতরণ। সোমবার সকাল থেকেই মাথাভাঙ্গা মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে ভিড় জমাতে শুরু করেন এলাকার বহু মহিলা। নতুন এই প্রকল্পে আবেদন করার জন্য উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে আবেদনপত্র সংগ্রহ করেন মহিলারা।প্রথম দিনেই প্রায় ৩০০ ফর্ম বিলি, আবেদনপত্র পূরণেও দেওয়া হল বিশেষ সহযোগিতা। মউনিসিপ্যালিটি সূত্রে জানা গেছে, প্রকল্পের প্রথম দিনেই প্রায় ৩০০টি আবেদনপত্র বিতরণ করা হয়েছে।

শুধুমাত্র ফর্ম বিলিই নয়, আবেদনকারীদের যাতে কোনও ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে না হয়, তার জন্য ফর্ম পূরণের ক্ষেত্রেও বিশেষ সহযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। কর্মীরা আবেদনকারীদের প্রয়োজনীয় তথ্য বুঝিয়ে দেন এবং সঠিকভাবে ফর্ম পূরণ করার বিষয়ে পরামর্শ দেন।সকাল থেকে অফিস চত্বরে ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ।

বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে আসা মহিলারা এই প্রকল্প নিয়ে নিজেদের আগ্রহ ও আশাবাদের কথা জানান। অনেকের মতে, এই আর্থিক সহায়তা পরিবারের দৈনন্দিন খরচ সামলাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।উল্লেখ্য, আগে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলারা মাসিক সর্বোচ্চ ১৫০০ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা পেতেন। এবার অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পে ৩০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার ঘোষণায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। বিশেষ করে গৃহবধূ ও নিম্ন আয়ের পরিবারের মহিলাদের মধ্যে এই প্রকল্পকে ঘিরে উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যাচ্ছে।প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী দিনগুলিতেও নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী ফর্ম বিতরণ ও আবেদন গ্রহণের কাজ চলবে। ফলে যাঁরা এখনও আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারেননি, তাঁরাও পর্যায়ক্রমে এই সুযোগ পাবেন।অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পের সূচনাতেই যে বিপুল সাড়া মিলেছে, তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে মহিলাদের উপস্থিতি দেখে। প্রথম দিনের এই উৎসাহ আগামী দিনে আরও বাড়বে বলেই মনে করছে প্রশাসন।

তৃণমূল ছেড়ে কেএসডিসিতে যোগদান

নয়া জামানা,ধূপগুড়ি ঃ লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় রাজনৈতিক সমীকরণে পরিবর্তনের ছবি দেখা যাচ্ছে। সেই আবহেই এবার ধূপগুড়ি পৌরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে কেএসডিসির ঝান্ডাতলে যোগ দিল ১৫টি পরিবার। রবিবার রাতে আয়োজিত এক কর্মসূচিতে ওই পরিবারগুলির সদস্যদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে দলে স্বাগত জানান কেএসডিসি নেতৃত্ব।দলীয় সূত্রে দাবি করা হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে এলাকার একাংশের বাসিন্দারা স্থানীয় বিভিন্ন সমস্যা ও উন্নয়নমূলক বিষয় নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন। সেই কারণেই তাঁরা নতুন রাজনৈতিক মঞ্চ হিসেবে কেএসডিসির উপর আস্থা রেখে দলে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যোগদানকারী পরিবারগুলির সদস্যরাও এলাকার উন্নয়ন ও জনস্বার্থের দাবিকে সামনে রেখে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন বলে জানা গেছে।কেএসডিসি নেতৃত্বের বক্তব্য, ধূপগুড়ি শহর ও সংলগ্ন এলাকায় তাদের সংগঠন ক্রমশ বিস্তার লাভ করছে। সাধারণ মানুষের সমর্থন বাড়ছে বলেই একের পর এক পরিবার ও কর্মী-সমর্থক তাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। আগামী দিনে আরও বড় সংখ্যায় মানুষ দলে যোগ দেবেন বলেও আশাবাদী নেতৃত্ব। অন্যদিকে এই দলবদলের ঘটনাকে ঘিরে ধূপগুড়ির রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। স্থানীয় স্তরে এর প্রভাব কতটা পড়বে তা নিয়ে চলছে জোর আলোচনা। যদিও এই বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেস বা অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, পঞ্চায়েত ও পুরভোটকে সামনে রেখে বিভিন্ন এলাকায় সংগঠন শক্তিশালী করার লড়াই আরও তীব্র হতে পারে। ধূপগুড়ির এই যোগদান সেই রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন মাত্রা যোগ করল বলেই মনে করা হচ্ছে।

দুর্গাপুরে ইস্পাত কারখানার জমিতে তৃণমূলের কার্যালয়ে বুলডোজার অভিযান

নয়া জামানা,দুর্গাপুর ঃ দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার জমির উপর নির্মিত তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় ভেঙে দিল কারখানা কর্তৃপক্ষ। সোমবার দুর্গাপুরের ইস্পাত নগরীর মার্কনি এভিনিউ এলাকায় নিরাপত্তারক্ষীদের উপস্থিতিতে বুলডোজার দিয়ে ওই কার্যালয়টি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার জমির উপর কার্যালয়টি নির্মিত ছিল। কারখানা কর্তৃপক্ষের দাবি, জমি খালি করার জন্য একাধিকবার নোটিস দেওয়া হলেও তাতে সাড়া মেলেনি। এরপর কর্তৃপক্ষ উচ্ছেদ অভিযানে নামে।সোমবার সকালে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করে অভিযানে নামে কর্তৃপক্ষ। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভেঙে ফেলা হয় গোটা কাঠামোটি। একই দিনে দুর্গাপুরের মহিষ্কাপুর এলাকায় ইস্পাত কারখানার জমির উপর নির্মিত সিপিএমের একটি দলীয় কার্যালয়ের বিরুদ্ধেও উচ্ছেদ অভিযানের উদ্যোগ নেওয়া হলে সেখানে বিক্ষোভ ও বচসার পরিস্থিতি তৈরি হয় বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে সরকারি ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার জমিতে বেআইনি দখলদারি ও নির্মাণের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন জেলায় উচ্ছেদ অভিযান চালানো হচ্ছে।

সেই ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবেই দুর্গাপুরে এই পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। তবে এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষ থেকে এখনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

মহিলাদের বাস ভাড়া ফ্রি

সরকারি বাস থেকে নামিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ধূপগুড়িতে

বাবলু রহমান,নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি ঃ রাজ্য সরকারের ঘোষণায় ১ জুন থেকে সরকারি বাসে মহিলাদের ভাড়া ফ্রি হয়েছে। কিন্তু সেই পরিষেবা চালুর প্রথম দিনেই ধূপগুড়িতে সামনে এল এক ভিন্ন ছবি। সরকারি বাস থেকে তিন মহিলাকে নামিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল বাসকর্মীদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, ভুটনিরঘাট থেকে সোনাপুর যাওয়ার জন্য তিন মহিলা একটি সরকারি বাসে ওঠেন। তাঁদের দাবি, বাসে সিট খালি থাকা সত্ত্বেও কন্ডাক্টর তাঁদের ধূপগুড়িতে নেমে অন্য বাসে যেতে বলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা বাস থেকে নেমে যেতে বাধ্য হন।যাত্রী পুতুল দাস বলেন, সরকার মহিলাদের জন্য ভাড়া ফ্রি করেছে ঠিকই, কিন্তু যদি সরকারি বাসেই উঠতে না দেওয়া হয় তাহলে সেই সুবিধার কী লাভ? তাঁর অভিযোগ, তাঁদের বলা হয় অন্য বাসে যেতে। পরে তাঁরা নিজেদের টাকা খরচ করেই অন্য বাসে রওনা দেন। আরেক যাত্রী বিনা দাসেরও একই অভিযোগ। তাঁর দাবি, বাসে কয়েকটি সিট খালি ছিল। তবুও তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয়নি। তিনজন মহিলাকেই নামিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। ঘটনাস্থলে উপস্থিত মন্টি রায় প্রধান বলেন, সরকার যখন মহিলাদের জন্য এই সুবিধা চালু করেছে, তখন এমন ঘটনা হওয়া উচিত নয়। তিনি ঘটনার তদন্ত এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। অন্যদিকে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বাসের কন্ডাক্টর। তাঁর দাবি, কাউকে বাস থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়নি। যাত্রীরা বসার সিট চাইছিলেন, কিন্তু গাড়ি আগে থেকেই ভর্তি ছিল বলে তাঁদের সিট দেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে মহিলাদের দাবি, বাসে সিট খালি ছিল। এই নিয়ে বাসস্ট্যান্ড এলাকায় কিছুক্ষণ উত্তেজনাও তৈরি হয়। স্থানীয় কয়েকজনও মহিলাদের পাশে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন তোলেন, মহিলাদের জন্য ভাড়া ফ্রি হওয়ার পরও কেন তাঁদের এভাবে হয়রানির মুখে পড়তে হলো। সরকারি বাসে মহিলাদের বিনামূল্যে যাত্রা পরিষেবা চালুর প্রথম দিনেই এই অভিযোগ সামনে আসায় এলাকাজুড়ে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। এখন প্রশাসন এই ঘটনার কী পদক্ষেপ নেয়, সেদিকেই তাকিয়ে সকলেই।

পুরনো হামলা,লুটপাট ও ধর্ষণ চেষ্টার মামলায় বর্ধমানে গ্রেপ্তার তৃণমূলের ব্লক-অঞ্চল সভাপতি

সুজিত দত্ত, নয়া জামানা,বর্ধমান ঃ প্রায় পাঁচ বছর আগে সংঘটিত হামলা, লুটপাট, চাঁদাবাজি ও ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে দায়ের হওয়া একটি মামলায় দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে বর্ধমান থানার পুলিশ। সোমবার তাদের বর্ধমান আদালতে পেশ করে পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানানো হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত ৩১ মে ভোতার গ্রামের বাসিন্দা শেখ জাহাঙ্গীর বর্ধমান থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি জানান, ২০২০ সালের ২২ নভেম্বর পূর্বশত্রুতার জেরে আলমগীর হাসান-সহ মোট ১১ জন সশস্ত্র ব্যক্তি তার বাড়িতে চড়াও হয়। অভিযুক্তরা ধারাল অস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে বাড়িতে ঢুকে তাকে মারধর করে এবং ১০ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবি করে। টাকা দিতে অস্বীকার করায় তাঁকে গুরুতরভাবে জখম করা হয়। ঘটনায় তার স্ত্রী ফিরোজা বেগম ও ছেলে শেখ রাজুদ্দিনও আক্রান্ত হন। স্ত্রী মাথা ও কানে গুরুতর আঘাত পান এবং ছেলের হাত ভেঙে যায় বলে অভিযোগ। অভিযোগে আরও বলা হয়, ২০২১ সালের ৩ মে একই দল ফের তাদের বাড়িতে হামলা চালায়। বাড়িতে ভাঙচুর, স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ ৫০ হাজার টাকা লুটপাটের পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের মারধর করা হয়। অভিযোগকারীর কন্যাকে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করা হয় বলেও অভিযোগে উল্লেখ রয়েছে। হামলাকারীরা আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ায় পরিবারটি দীর্ঘদিন এলাকা ছেড়ে থাকতে বাধ্য হয় বলে দাবি। এই অভিযোগের ভিত্তিতে বর্ধমান থানায় বেশ কয়েকটি ধারাসহ অস্ত্র আইনের বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু হয়। তদন্তকারী অফিসার এসআই বিপ্লব দেবনাথ জানান, তদন্তের সময় সাক্ষ্যপ্রমাণ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান থেকে অভিযুক্তদের জড়িত থাকার প্রমাণ মিলেছে। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে ৩১ মে রবিবার পালিতপুর এলাকা থেকে মানস কুমার ভট্টাচার্য (৩৯) এবং মির্জাপুর এলাকা থেকে শেখ জামাল (৪২)-কে গ্রেফতার করা হয়। এদের মধ্যে প্রথমজন বর্ধমান ১ ব্লক তৃণমূলের সভাপতি এবং দ্বিতীয়জন রায়ান ১ অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি। পুলিশের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদের সময় অভিযুক্তরা ঘটনায় নিজেদের জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে এবং মামলার অন্যান্য অভিযুক্তদের গ্রেফতার, অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি উদ্ধার, লুট হওয়া সামগ্রী ও টাকা উদ্ধারে সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছে। তদন্তের স্বার্থে পুলিশ আদালতের কাছে দুই অভিযুক্তকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে। পাশাপাশি, তদন্তের প্রাথমিক পর্যায়ে থাকায়, প্রমাণ নষ্ট করার সম্ভাবনা এবং পলাতক হওয়ার আশঙ্কার কথা উল্লেখ করে তাদের জামিনেরও বিরোধিতা করেছে পুলিশ।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 01-06-2026 17:24 Page 4

রামমোহনের বংশধরেরা শিরনি

চড়ালে তবেই শুরু হয় পিরের উৎসব

নয়া জামানা ডেক্স ঃ বাংলায় সুফি-দরবেশরা আসতে শুরু করেছিলেন একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী থেকেই। তাঁদের মরমিয়া সুরে প্লাবিত হয়েছিল বাংলাদেশের মানুষ। ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে এলেও তাই হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে এক অদ্ভুত সমন্বয়ের সেতু তৈরি করে ফেলেছিলেন তাঁরা। পিররা তাই সর্বজনীন হয়ে উঠেছিলেন। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'-এর শুরুতেও তাই জড়িয়ে গেল পির-বন্দনা। পিরের দরগায় আজও তাই মাতোয়াল্লি কোথাও হিন্দু, কোথাও মুসলমান। যে পাঁচপিরের কাহিনি পিরসাহিত্যে বা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়েছে, তার অন্যতম হলেন একদিল শাহ্। তাঁর অলৌকিক কাহিনি এখনো মানুষের মুখে মুখে ফেরে।ইতিহাস বলছে, প্রায় ৮০০ বছর আগে বাগদাদ থেকে বারাসাতের কাজিপাড়ায় এসে আস্তানা তৈরি করেছিলেন তিনি। হজরত পির একদিল শাহ্ ছিলেন খাজা মইনুদ্দিন চিস্তির শিষ্য। তখন বারাসাতের নাম ছিল আনোয়ারপুর পরগনা। কাজিপাড়া তখ নই বনেদি মুসলমানের গ্রাম। সেই গ্রামের ছোটু মিয়াঁ ও তাঁর স্ত্রী ছিলেন নিঃসন্তান। তাঁদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন হজরত একদিল। তখন গৌড়ের সুলতান ছিলেন হোসেন শাহ্ । হজরত একদিল শাহ্ র আসল নাম ছিল আহমদ উল্লাহ রাজি। তখন কাজিপাড়ার পাশে ছিল সুবর্ণরেখা নদী। সে নদী এখন ছোট্ট খাল। তাঁরই পশ্চিমপাড়ে একদিল শাহর মাজার। আজও তাঁর ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। কেউ মাজারে এসে দোওয়া করেন, কেউ এসে চাদর চড়িয়ে যান। প্রতি বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার বিকেল পর্যন্ত বহু মানুষ আসেন।

মাজার জিয়ারত করেন, মনের ইচ্ছা জানান, রোগ-শোক থেকে মুক্তি চান।পৌষ সংক্রান্তির আগের রাতে মৃত্যু হয়েছিল হজরত পির একদিল শাহের। প্রতি বছর এইদিনে শুরু হয় উরুস উৎসব। মেলা বসে দরগার পাশে, উরুস উৎসব চলে ৮ দিন ধরে। উরুস শুরুর আগের রাতে মাজারে প্রথম শিরনি দিয়ে যান রাজা রামমোহন রায়ের বংশধররা. সঙ্গে দেন সমপরিমাণ নজরানা। তারপর শুরু হয় উরুস। আজও এই রীতি চলছে। দরগার পাশে রয়েছে উঁচু মিনার। বারাসাতেরই বিজয় বিশ্বাস তৈরি করে দিয়েছিলেন এই মিনার। উরুসের আগের রাতে এখানে নহবত বাজে। ক'বছর আগে থেকে আর সানাইবাদকের দেখা পাওয়া যায় না। এখন সানাইয়ের সুর শোনা যায় মাইকে।

রাজা রামমোহন রায়ের বংশধররা পিরের ভক্ত ছিলেন। দরগাহর উন্নতির জন্য ন'শ ঊনত্রিশ বিঘে পাঁচ কাঠা জমি তাঁরা দান করেছিলেন। উরুস শুরুর আগের রাতে এখন আর রায় বংশের কেউ আসেন না, তাঁদেরই মনোনীত গোবরডাঙার জমিদার বাড়ির সদস্য আসেন, না হলে উরুস শুরু হবে না।ভারতের লৌকিক জীবনে জড়িয়ে রয়েছেন ঐতিহাসিক আর কাল্পনিক পির। একদিল শাহ ছিলেন ঐতিহাসিক পির। ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য এদেশে এলেও কখনও হিন্দুদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়নি। তাঁর লড়াই ছিল অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে। তখন বারাসাতেরই আনোয়ারপুরের শাসক চাঁদ খাঁ-র সঙ্গে তাঁর বিরোধ ছিল। চাঁদ খাঁ-র অহমিকা, দরিদ্র মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, পির একদিল সহ্য করতে পারতেন না। রাখালের ছদ্মবেশে তিনি ঘুরে বেড়াতেন। অলৌকিক শক্তির নিদর্শনও নাকি রাখ তেন। তাঁর গরু আর পাখিপ্রীতি ছিল অসম্ভব। তাঁর নজরগাহে গাছে থাকা বাদুড় মারা নিষিদ্ধ। তাঁর দরগায় আজো রয়েছে অনেক পায়রা। এই এলাকায় পায়রা হত্যা নিষিদ্ধ। দরগার পাশে রয়েছে পায়রা থাকার ঘর। কোনো পায়রা অসুস্হ হলে তাকে নির্দিষ্ট ঘরে রেখে দেওয়া হয়। দরগার খাদেমদার বলছেন, পিরের রহমতে কয়েকদিন পর সুস্থ হয়ে সে ফের উড়তে শুরু করে। ছোটু মিঁয়া জীবিত থাকতেই একদিল শাহর মৃত্যু হয়েছিল। কবরস্থান বা রওয়াজ শরিফে দুটি বাঁশ রয়েছে এখনও। পাকা কবরস্থান তৈরি করে দিয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়ের বংশধররা। কাঁচা কবরস্থানে যে বাঁশ দুটো ছিল তখন, আজ ৮০০ বছর পরও পির একদিল শাহর স্মৃতি বহন করছে তা।হিন্দু -মুসলমান সবার কাছে পির একদিল শাহ আজও সমানভাবে গ্রহণীয়। বহুবার এখানে দাঙ্গা সংগঠিত করার চেষ্টা করেছে একদল। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের সম্মিলনই এখানকার ইতিহাস। ১৯৬৪ সালের দাঙ্গাতেও নাকি বারাসাতের কাজিপাড়ায় দু'ধর্মের মানুষের কোনো অনিষ্ট হয়নি। সারারাত এক যোদ্ধার বীরদর্প শুনতে পেতেন মানুষ। স্থানীয়রা বলেন, তিনি আর কেউ নন, হজরত পির একদিল শাহ স্বয়ং। মানুষ তাঁর দরগায় আসেন। দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মানুষ দিনরাত এখানে পড়ে থাকেন, অনেকেরই নাকি রোগমুক্তিও হয়েছে, নিঃসন্তানের সন্তান হয়েছে, বলছিলেন স্থানীয়রা। দূর থেকে মানুষ এলে তাঁদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেন খাদেমদারা। পিরের স্মৃতিতে রয়েছে স্কুল, লাইব্রেরি।বহু স্মৃতি-বিজড়িত দরগা এটা। চারিদিকে সাবেকি গাছ। ছায়া ঘেরা রওয়াজা। পাশে মজে যাওয়া সুবর্ণরেখা নদী। এই নদীতে একসময় সপ্তডিঙা মধুকর ভাসত। কলকাতার থেকে বারাসাত স্টেশনে নেমে ভ্যানরিকশায় ১০ মিনিট জগদিঘাটা কাজিপাড়া। চাঁপাডালি বাসস্ট্যান্ড থেকেও রিকশায় ১০ মিনিট।

কাজি মনজুর-উল আলম বলছিলেন, সরকার একটু নজর দিলে আরো বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে যেত পিরের সম্প্রীতির বার্তা। আজ, এই বদলাতে থাকা বাংলায় এই মাটির সম্প্রীতির ইতিহাসটাই খুঁড়ে সামনে আনা দরকার খ ুব বেশি করে। যেখানে ইতিহাসে পিরের মাজারে নতজানু হন হিন্দু গৃহবধূটি, বারাসাতের কালিপুজোয় ঢল নামে স্থানীয় মুসলমানদেরও। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।